ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলা ভবন ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কগুলো আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে তোরণ এবং রোড ডিভাইডার ও আইল্যান্ডগুলোর সাজসজ্জা করা হয়। কার্জন হল থেকে তোলা ছবি —আব্দুল গনি

গৌরবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫ বছরে পদার্পণ

বর্ণিল ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী নানা আয়োজন

■ আমিনুল ইসলাম মজুমদার

১৯২১ সালের ১ জুলাই যাত্রা শুরু করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ১০৫ বছরে পদার্পণ করল। পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বঙ্গভঙ্গের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় এক শতকের বেশি সময় ধরে দেশের জ্ঞান, রাজনীতি ও সংস্কৃতির নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনেরও কেন্দ্রবিন্দু। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার ও সরকার পতন আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়েছে এই বিদ্যাপীঠ থেকেই।

২০২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিদ্যাপীঠে ইতিবাচক নানা পরিবর্তন এলেও এখনো বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন কাঠামোগত সংকট, রাজনৈতিক দলীয়করণ, আবাসন সংকট ও প্রশাসনিক অদক্ষতার মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বিশেষ করে, এ প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে রূপ দেওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, তার বাস্তবায়নেও দৃশ্যমান কাজ শুরু হয়নি বিগত সময়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১ হাজার ৩৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ২১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ২ দশমিক ০৮ শতাংশ। শিক্ষার্থীদের মতে, এই বরাদ্দ বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

এমন নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সদ্য প্রকাশিত 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাংকিং ২০২৫'-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫৮৪তম। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এটি শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। তবে গবেষণায় দুর্বলতা এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর ঘাটতি এখনো আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে প্রধান অন্তরায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান ইত্তেফাককে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের সরকার পতন আন্দোলনসহ প্রতিটি পরিবর্তনের কেন্দ্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।'

গবেষণা প্রসঙ্গে তিনি পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

গৌরবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

১৬ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'বৃহত্তর অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে গবেষণা খাতকে সমৃদ্ধ করতে চাই। বাজেট বৃদ্ধি, আন্তর্জাতি মানের গবেষক তৈরিসহ গবেষণাকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।' রাজনীতি প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন 'পঠন-পাঠন ও গবেষণাকে রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে রাখতে চাই। শিক্ষার্থীদের রাজনীতি থাকবে তবে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে, কোনো বহিঃপ্রভাব নয়।' উপাচার্য আরো বলেন, 'আমরা বৈষম্যহীন অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করতে চাই, যেখানে বর্ণনির্বিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ায় স্থান নেবে। ব মানুষের রক্তের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেশের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দেশপ্রেমিক প্রজন্ম উপহা দিয়ে জাতির দায় এড়াতে চাই।'

এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, ১০৪ বছরের গৌরবময় পথচলার পর এখন সময় এসেছে—একটি মুক্ত, সৃজনশীল এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার। তাদের প্রত্যাশা, আধুনিক ল্যাব, মানসম্ম আবাসন, সময়োপযোগী পাঠদান ও গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হোক। তারা বলছেন, 'রাজনীতির অ নয়, জ্ঞানের আধিপত্য চাই। গেস্টরুম কিংবা গণরুমের পরিবর্তে গ্রন্থাগার হোক আমাদের নির্ভরতার জায়গা। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪ বছরের পথচলা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস নয়, এটি একটি জাতির আত্মবিকাশের কাহিনি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা নতুন প্রজন্মে কণ্ঠে এখন যে প্রত্যাশা ধ্বনিত হচ্ছে, তা হচ্ছে, শিক্ষাবান্ধব, বৈষম্যহীন, রাজনীতিমুক্ত, গবেষণাকেন্দ্রিক একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্ণিল ক্যাম্পাস, দিনব্যাপী নানা আয়োজন : ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলা ভবন ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে তোরণ এবং রোড ডিভাইডার ও আইল্যান্ডসমূহে সাজসজ্জা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক, প্রশাসনিক ভবনগুলোও সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে।

'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিপাদ্য ধারণ করে দিনব্যাপী বর্ণা কর্মসূচি আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভি কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এরপর শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শোভাযাত্রা এব পর্যায়ক্রমে একাডেমিক ভবন এবং হলসমূহে পতাকা উত্তোলন ও কেক কাটা হবে। এছাড়া সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এব আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলোতে জনসাধারণের চলাচল সীমিত করা হয়েছে জানিয়ে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের জন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

দেশ বিনির্মাণে অবদান রাখার প্রত্যাশা প্রধান উপদেষ্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাণী প্রদান করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উচ্চশিক্ষার প্রসার, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় এ বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য ভূমিকা রেখে আসছে তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য—'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'—অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।' তিনি আরো বলেন, 'আমার দৃ বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও দেশ বিনির্মাণে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখবে।'

ভোরের ডাক

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

স্টাফ রিপোর্টার : আজ মঙ্গলবার ১ জুলাই উদযাপন করা হবে ১০৫তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দিবসটি উপলক্ষ্যে ১ জুলাই সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সামনে পায়রা চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাই সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও হোস্টেল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হবেন। সেখান থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। সকাল ১০টায় টিএসসি'র সামনে পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হবে। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

সংবাদ

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আজ ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আজ সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখে পায়রা চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

এর আগে সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শোভাযাত্রাসহ স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হবেন। সেখান থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেবেন। সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখে পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোতে পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হবে। এ সময় সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত ও উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হবে। এছাড়া বিদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অন্য একটি সংগীত পরিবেশিত হবে।

সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

সময়ের আলো

১০৫ বছরে পদার্পণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ঢাবি প্রতিনিধি

ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরব আর সংগ্রামের ১০৪ বছর অতিক্রম করে ১০৫ বছরে পদার্পণ করেছে একসময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। ১৯২১ সালের ১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সে অনুযায়ী প্রতি বছর জুলাইয়ের প্রথম দিনটি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হয়। এবারের বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নানা চড়াইউতরাই আর পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার শুরুতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক গবেষণা এবং পাঠদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অগ্রণী। তৎকালীন অবহেলিত পূর্ববঙ্গে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের মানুষের অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দেয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত ধরে জন্ম নেয় একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সর্বোপরি মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি ভূমিকা রাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীন বাংলাদেশে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

১০৫ বছরে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এমনকি চব্বিশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনেও নেতৃত্ব দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে উপাচার্য ভবনসংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। এরপর সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের পতাকা উত্তোলন করা হবে। এ সময় কেক কাটার পাশাপাশি জাতীয় সংগীত ও উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হবে। এ ছাড়া, বিদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অন্য একটি সংগীত পরিবেশিত হবে।

পরবর্তী সময়ে সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা হবে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।

এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে।

The Daily Sun

DU celebrates 104 years of excellence today

Mahir Kayoum, *DU*

Dhaka University, the country's leading seat of learning, is set to celebrate its 104th founding anniversary today.

Founded in 1921, the premier institution proudly enters its 105th year as a beacon of academic, cultural, and socio-political excellence.

With the theme "Dhaka University in Building a Non-Discriminatory and Inclusive Society", this year's anniversary will be marked by a vibrant array of events and programmes.

Ahead of the celebrations, the campus has taken on a festive look with decorative lights on key landmarks like the Vice-Chancellor's Building, Curzon Hall, Faculty of Arts (Kala Bhaban), and TSC. Campus roads have also been adorned.

The celebration will kick off with a grand procession at 9:30am from Smriti Chirantan Chattar, joined by students, teachers, officials, and staff from all halls and hostels.

Led by DU Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan, the procession will head to Payra Square in front of the TSC at 9:45am.

The official ceremony kicks off at 10am at Payra Square, featuring flag hoisting, a cake-cutting, and patriotic performances by the university's music department. The event will also showcase a cultural performance by the university's international students.

To mark the milestone, a 105-pound cake has been prepared. The Dhaka University Alumni Association will distribute 1,000 caps to attendees and provide full support to the university administration in organising the day's events.

To mark the day, a discussion session will be held at 10:30am in the TSC Auditorium, featuring a keynote address by UGC Chairman Prof Dr SMA Faiz on the day's theme. >> Page-2 Col 2

DU celebrates 105 years

From Page-3

The session will be chaired by the vice-chancellor and attended by Pro-Vice Chancellor (Administration) Prof Dr Sayema Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Education) Prof Dr Mamun Ahmed, and Treasurer Prof Dr M Jahangir Alam Chowdhury.

The commemorative souvenir for the day will be unveiled at the start of the session.

On the occasion, all classes will be suspended from 10am to 12pm to allow participation in the University Day events.

However, examinations will proceed as scheduled, and all faculties, departments, halls, and offices will remain open to accommodate alumni and other institutional activities.

"Dhaka University is not just a centre of knowledge; it is the birthplace of social movements," said the VC.

"The university's role in fostering a non-discriminatory, inclusive society grows ever more vital. On this founding anniversary, we reaffirm our commitment to education and justice for all," he added.

The New Age

Dhaka University Day today

Staff Correspondent

THE University of Dhaka celebrates Dhaka University Day today, marking its journey of 104 years since it inception in 1921.

The day's theme this year is 'University of Dhaka in Building an Inclusive Society Free of Discrimination.'

The university authorities have chalked up elaborate programmes on the occasion.

The vice-chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan will inaugurate the programmes at Payra Chatwar at the Teacher-Student Centre at 10:00am.

Earlier, teachers, students and members on the staff will march in processions from the halls of residence at 9:30am and gather at Smriti Chirantan Chatwar, near the Vice-Chancellor's House. The vice-chancellor will lead a rally that will march down the campus. University alumni will join in.

The vice-chancellor will hoist the national flag and the university and hall flags there and cut a cake to the rendering of the national anthem and patriotic songs.

The University Grants Commission chair SMA Faiz, also a former vice-chancellor of the university, will read out a keynote paer at a discussion on the day's theme in the TSC auditorium. The vice-chancellor will be in the chair.

Pro-vice-chancellor (administration) Professor Dr Sayma Haque Bidisha, pro-vice-chancellor (academic) Proessor Dr Mamun Ahmed and treasurer Professor Dr M Jahangir Alam Chowdhury will attend as guests of honour.

The discussion will begin with the launch of a souvenir published on the occasion.

The authorities have illuminated the Vice-Chancellor's House, the Curzon Hall, the arts faculty building, the Teacher-Student Centre and other important structures.

Classes scheduled between 10:00am and 12 noon will remain suspended but the examinations will be held.

The Dhaka Post

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আজ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
১ জুলাই ২০২৫, ০৭:৩৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালিত হবে।

উদযাপন উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবন, ঐতিহাসিক কার্জন হল, কলা ভবন, টিএসসি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। দিবসটিকে ঘিরে উৎফুল্ল ঢাবি শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মঙ্গলবার (১ জুলাই) সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে পায়রা চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাসসমূহ বন্ধ থাকবে। তবে পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাগুলো যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এছাড়া, নিরাপত্তা ও শোভাযাত্রার সুবিধার্থে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত নীলক্ষেত ও ফুলার রোড সংলগ্ন প্রবেশপথে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিকল্প পথ ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে ঢাবি উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের যেকোনো ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক এবং রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিয়েছে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ আমরা তৈরি করতে চাই।

The Dhaka Post

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার পরিসর বাড়ানোর আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

ঢাকা পোস্ট ডেস্ক
১ জুলাই ২০২৫, ১০:০৬

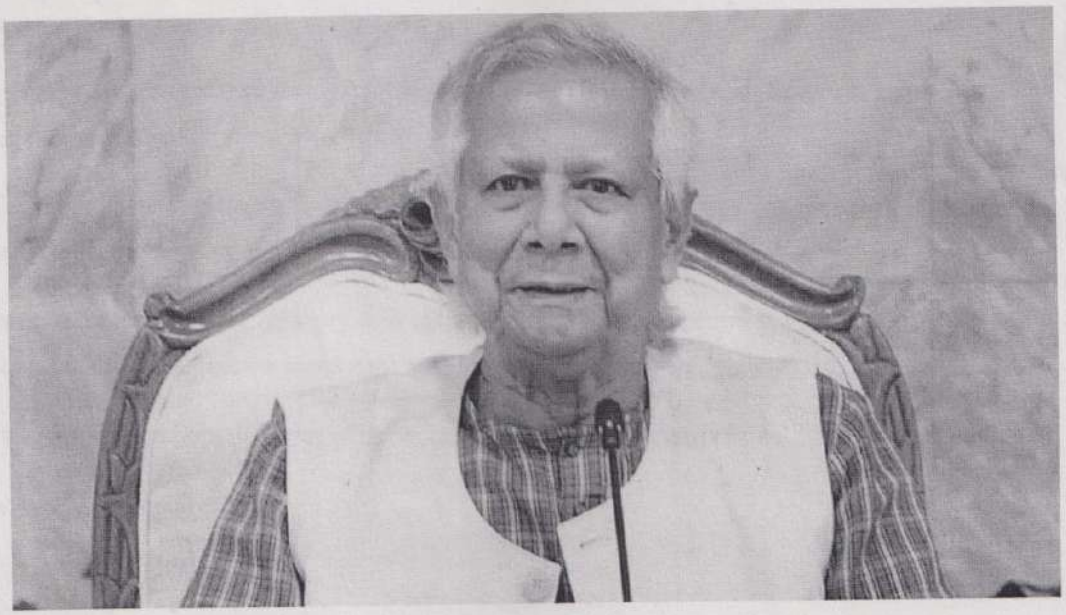

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গবেষণার পরিসর আরও সম্প্রসারণ এবং গবেষণালব্ধ অর্জিত জ্ঞান দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্ভাবনের জন্য কাজ করতে, গবেষণার পরিসর বাড়াতে এবং গবেষণায় অর্জিত জ্ঞান দেশ ও জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোমবার (৩০ জুন) এক বার্তায় অধ্যাপক ইউনূস এ কথা বলেন। আজ দিনটি উদযাপন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সততা ও নৈতিকতা সমুন্নত রেখে অর্জিত জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে।

তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতেও বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে প্রত্যাশিত অবদান রাখবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ড. ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব সদস্য—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই

হয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।'

তিনি আরও বলেন, 'গত ফ্যাসিবাদী শাসনের অন্যায় ও নিপীড়নের শৃঙ্খল ভেঙে এখন আমরা বৈষম্যহীন 'নতুন বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।'

দেশকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের জন্য গভীর দেশপ্রেম, মানবিকতা ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক ইউনূস।

তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে আরও সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।'

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি, এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য —'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'—একটি সময়োপযোগী চিন্তা।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষ্যে গৃহীত সব কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন তিনি।

এসএম

যুগান্তর

জুলাইয়ের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মোমবাতি ও মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণ যুগান্তর

জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণে ছাত্রদলের মোমবাতি প্রজ্বালন

আবু সাঈদ ও ওয়াসির রক্ত বৃথা যেতে পারে না

ঢাবি প্রতিনিধি

জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও ছাত্র-জনতার স্মরণে সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়েছে। সোমবার মধ্যরাতে জুলাইয়ের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রদল এই কর্মসূচি পালন করে। এ সময় বক্তারা আবু সাঈদ ও ওয়াসির রক্ত বৃথা যেতে পারে না বলে মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার আগ পর্যন্ত ছাত্রদলের আন্দোলন চলমান থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, জুলাইয়ের প্রথম প্রহরে শহীদদের স্মরণ করার জন্য সোমবার সন্ধ্যা থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে যোগ দিতে থাকেন। রাত ১২টার বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। এরপরই মোমবাতি ও মোবাইলের ফ্লাশ লাইট জ্বালিয়ে শহীদ ও আহতদের স্মরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান, সাবেক ছাত্রদল সভাপতি আসিফুজ্জামান রিপন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির প্রমুখ। তারা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের, সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদল ও মহানগর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, আজকে ছাত্রদলের প্রোগ্রামে এসে আমি যেন ৩০-৩৫ বছর পূর্বে ফিরে গেছি। কারণ আমি ছাত্রদলের সঙ্গে বহু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি, স্লোগান দিয়েছি। আজকের এই মোমবাতি প্রজ্বালন শুধু শহীদদের স্মরণ করাই না বরং আগামীর গণতন্ত্রের জন্য আলোকের প্রজ্বালন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে মুক্তির মিনার, গণতন্ত্রের মিনার। তবে বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী লীগ আমলে ঢাবি ডাকাতদের গ্রামে পরিণত হয়েছিল। ছাত্রলীগের হাতে নির্মম নির্যাতনের কারণে মারা যেতে হয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর ঢাবির আকাশে আবার মুক্তির সুবাশ।

তিনি আরও বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে ছাত্রদলের মতো কেউ এত গুম, হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়নি।

তাকসুর সাবেক ভিপি আমানুল্লাহ আমান বলেন, জুলাই মাসের শুরুতে ছাত্রদল যে আয়োজন করেছে তাদের ধন্যবাদ জানাই। একদিনে এ আন্দোলন হয়নি। বায়ান্ন ভাষা আন্দোলন, ৬৯এর গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা পেয়েছিলাম লক্ষ লক্ষ শহীদের মাধ্যমে। আবু সাঈদ ও ওয়াসিসহ হাজার হাজার ছাত্র-জনতার বলিদানের বিনিময়ে হাসিনার মতো ফ্যাসিস্টকে সরানো সম্ভব হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সমানের নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। আর এই নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে এবং দেশনায়ক তারেক রহমান দেশ পরিচালনা করবে। তারেক রহমান কয়েকদিনের মধ্যে দেশে ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে রাজপথে যুক্ত হবে।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, জুলাইয়ের আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং এদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীরাই সবার আগে শুরু করেছে। কোটা সংস্কার আন্দোল শুরু হওয়ার সেটি এক দফায় রূপ নেয়। আর সেখানে ছাত্রদল সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করেছে। আবু সাঈদ ও ওয়াসি শহীদ হওয়ার পর তারেক রহমানের নির্দেশে রাজপথে নামে ছাত্রদল। সে জন্য ছাত্রদল হামলা, হত্যা, ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার আগ পর্যন্ত আমাদের এ আন্দোলন চলমান থাকবে।